মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

মেহেরপুরে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আউয়াল (৬০) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) সকালে তাকে আটক করে। আটককৃত আব্দুল আউয়াল মেহেরপুর সদর উপজেলার কালী গাংনী গ্রামের কলোনি পাড়ার মৃত নিয়ামত শেখের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি মেজবাউদ্দিন জানান, মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদি কলেজের রাস্তা সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা ডিবি পুলিশের এসআই উত্তম কুমারের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আউয়ালকে আটক করে। আটককৃত আব্দুল আউয়াল এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জীবননগরে ভোক্তার অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে নিম্নমানের নকল ভেজাল শিশুখাদ্য বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ, মুল্যবিহীন পণ্য, ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য বিক্রির অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার। জীবননগর উপজেলার হাসাদহ সড়কের বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভোক্তা অধিকারের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, জীবননগর হাসাদহ সড়কের বিজিবি ক্যাম্পের সামনে মেসার্স নিশান ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানকে পুর্বে সতর্ক করা হয়। নিম্নমানের নকল ভেজাল শিশুখাদ্য বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ, মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য ও বেনামি ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশুখাদ্য, চিপস ও বিভিন্ন খাবারের প্যাকেটে প্লাস্টিকের খেলনাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর শিশুখাদ্য

বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া অনুমোদন বিহীনভাবে বিভিন্ন নিম্নমানের শিশুখাদ্য তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মতিয়ার রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪১ ধারায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।।

এসময় অননুমোদিত নিম্নমানের নকল ভেজাল ও ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশুখাদ্য, প্লাস্টিকের খেলনাযুক্ত চিপস, মেয়াদ বিহীন ও বেনামি পণ্যগুলো জব্দ করে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সার্বিক সহযোগিতা করে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম।

চুয়াডাঙ্গায় চুরিকৃত ট্রাকসহ দর্শনার আলোচিত চোর রিয়াজ আটক

চুয়াডাঙ্গা সদরের বেগমপুরের ইউনিয়ন পরিষদের পাশে পাবনা দাসুরিয়া থেকে চুরিকৃত ট্রাক সহ আন্ত:জেলা ট্রাক চোর সিন্ডিকেটের হোতা রিদয় ওরফে রিয়াজকে (২৭) আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে আটক করা হলেও তার সাথে থাকা দর্শনার আকন্দবাড়িয়ার নতুনপাড়ার সাইদ নামমের একজন পালিয়ে গিয়েছে। আটককৃত রিয়াজ দর্শনা মহাম্মদপুরের শফি মিস্ত্রীর ছেলে।

জানাগেছে, গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে পাবনা জেলার দাসুরিয়া এলকা থেকে গোলাপ মালিথার ছেলে বাচ্চু মালিথার একটি ট্রাক (রেজি নং:-ঢাকা মেট্রো ট-২০-৮০৩১) চুরি হয়ে যায়। ট্রাক চুরির ঘন্টা খানেক পর ট্রাকটির সন্ধান চালাতে থাকে মালিক পক্ষ। ওই রাতে ট্রাকটির কোন হদিচ না পেয়ে, গতকাল রোববার ভোর রাতে চুয়াডাঙ্গা সদরের হিজলগাড়ি বাজারের বিশিষ্ট মোবাইল ব্যবসায়ী রাসেল হোসেন কে বিষয়টি জানায়। সকাল থেকে রাসেল চুরিকৃত ট্রাকটির সন্ধান চালাতে থাকে।

সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জানতে পারে বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তার পাশে একটি ট্রাক পড়ে আছে। রাসেল সহ স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রেজিষ্ট্রেন নম্বর দেখে বুঝতে পারে এটাই সেই চুরিকৃত ট্রাক। ট্রাকটির চাকা খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল চোর রিয়াজ। লোকজন দেখে এসময় চোর রিয়াজ পাশে বেগমপুর বাওড়ে ঝাপ দিয়ে পালানোর চেস্টা করলে স্থানীয় জনতা তাকে ধাওয়া করে আটক করে। চোর রিয়াজ বলে ট্রাক চুরির সাথে আকন্দবাড়িয়া গ্রামের নতুনপাড়ার সাইদও জড়িত। পরে স্থানীয় জনতা দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং চুরিকৃত ট্রাকটি জব্দ করে।

দর্শনা থানার ওসি শহিদ তিতুমীর সাথে যোগাযোগ করা হলে, তিনি ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ঝিনাইদহের সাবেক দুই সংসদ সদস্যের অন্তর্বতীকালীন জামিন মঞ্জুর

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দার ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে অন্তর্বতীকালীন জামিন দিয়েছে আদালত। মামলার আগামী ধার্য্য দিন পর্যন্ত তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

তাদের দু’জনের নামেই ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম.এ মজিদের বাসভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলা রয়েছে। এছাড়া তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমির বিরুদ্ধে ১১ বছর আগে জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যা মামলা রয়েছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারকে তার ঝিনাইদহের বাসা থেকে এবং গত ৮ নভেম্বর তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমিকে ঢাকা থেকে র্যাব গ্রেপ্তার করে। এর পর থেকে তারা দু’জনই ঝিনাইদহ জেলা করাগারে ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান তারা দুজনেই কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নারী-পুরুষসহ আটক ৬

মুজিবনগরের ৬ জন নারী-পুরুষকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই মেজবাহুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিড দফাদারের বাড়ির সামনে গোপন বৈঠক করার সময় তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের স্ত্রী সপ্না মন্ডল (৪৭), একই গ্রামের জোসেফ মন্ডলের ছেলে সুদিপ মন্ডল (৩৩) আনন্দবাস (খন্দকারপাড়ার) ফকির মোহাম্মদের ছেলে আ: আজিজ (৪৬), একই গ্রামের শওকত মোড়লের ছেলে মেহেদী হাসান (২২)মানিকনগর গ্রামের গিয়াস উদ্দীনের স্ত্রী আসমা (৩২) ও আনন্দবাস গ্রামের এনামুলের স্ত্রী লাল ভানু (৪৫)।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত আসামীগন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের সংগঠনের ব্যানারে একযোগে সারা বাংলাদেশের ন্যায় মুজিবনগর থানা এলাকার মধ্যে ১৫০০ থেকে ২০০০ সাধারণ মানুষকে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রলোভনের মাধ্যমে আগামী ২৫শে নভেম্বর ঢাকার শাহবাগে সম্মেলনের নামে জমায়েত হওয়ার আহব্বান করে আসামীগণ ‘অহিংস গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সংগঠনের নাম ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে চলমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতিকে অশান্ত করার জন্য মুজিবনগর থানা এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ও স্পর্শকাতর স্থানে অন্তর্ঘাত ও নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ড করে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের বাড়ির সামনে পরিকল্পনা করছিলো এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার টহল টিম সেখানে অভিযান চালায়।

এমন সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টাকালে আসামী ৬ জনকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান,আসামীগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে-অপরের সহায়তায় ও প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্য একত্রিত হয়ে অবৈধ কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়া 15(3)/25D The Special Powers Act, 1974 ধারায় অপরাধ করিয়াছে তাই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসামীদের নামে নাশকতার মামলা দিয়ে আজ রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২ টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অভিযান চালিয়ে ভারতীয় তৈরি কৃত ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ২২টি স্বর্ণের তৈরিকৃত গহনা উদ্ধার করেছে। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাকারবারিকে আটক করতে পারেনী।

বিজিবি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল পৌনে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ আহমদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে। এ সময় সুলতান ক্যাম্পের হাবিলদার আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/৫-হতে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার পাশে এ্যাম্বুশ করে।

এ সময় বিজিবির টহল দল সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তিকে মোটর

সাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্ত হতে দর্শনা অভিমুখে দিকে যেতে দেখে। বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহীগণ মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে সীমান্ত অভিমুখে পালানোর চেষ্টা করে। পরে চোরাকারবারীদের ধাওয়া করলে মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা আরোহী তার সাথে থাকা একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে বাগানের ভিতর পালিয়ে যায়।

এ সময় বিজিবি চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া প্লাষ্টিকের ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত প্লাষ্টিকের ভিতর হতে স্কচ টেপ দ্বারা মোড়ানো ৩শ ৬ গ্রাম ওজনের ভারতীয় তৈরীকৃত ২২টি স্বর্ণের গহনা উদ্ধার করে। যার আনুমানিক সোনার গহনার মৃল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

এ ঘটনায় হাবিলদার মোঃ আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে জব্দকৃত স্বর্ণের গহনাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়া শেষ করে ট্রেজারী অফিসে জমা দেন ।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটারগান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দিবাগত রাতে মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের জনৈক আব্বাস হোসেনের বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত জায়গা থেকে এই অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

আজ শুক্রবার (২২ নভেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সোহানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কোটচাঁদপুরে জামায়াত নেতা এনামুল হক হত্যা ঘটনার তদন্ত শুরু

কোটচাঁদপুরে জামায়াত নেতা এনামুল হক হত্যা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন (সিআইডি)। আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) ওই ঘটনার তদন্তে আসেন (সিআইডি) ঝিনাইদহ।

জানা যায়, ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি জামায়াত নেতা এনামুল হককে উপজেলা পরিষদ থেকে সাদা পোশাক ধারীরা তুলে নিয়ে যায়। ওইদিন এনামুল হক জামায়াত-সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থী তাজুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে অপহৃত হন। এরপর ২৬ জানুয়ারি কোটচাঁদপুর পৌর শহরের নাওদাগা গ্রামে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। দীর্ঘ ১০ বছর পর এনামুল হকের ভাই বিএম তারিকুজ্জামান বাদী হয়ে গেল ০১/০১/২৪ তারিখে ঝিনাইদহের আমলী আদালতে ১৯ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ কে এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার নির্দেশ দেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয় ঝিনাইদহ ৩ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল, নবী নেওয়াজ, জেলা পুলিশ সুপার ,আলতাফ হোসেন (৫৬),জাহিদুল ইসলাম (৪৫), এস আই মিজানুর রহমান (৪৮), এস আই সৈয়দ আলী (৪৬), সমির কুমার (৪০), শফিকুল আজম খান চঞ্চল (৫৮), মিজানুর রহমান খান (৫৫), মতিয়ার রহমান (৪৫), কওছার আলী (৫০) আঃ মতিন (৬০), নজরুল ইসলাম নজু (৪৮), আঃ হান্নান (৫০), শরিফুন্নেছা মিকি, শেখ সোহেল আরমান (৪০), নবি নেওয়াজ (৬০), শফিকুর রহমান (৪৮), শাহাজান আলী (৬০), তাজুল ইসলাম (৬৩) , এনামুল (৪২)।

এনামুল হক ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চাঁদপাড়া গ্রামে আব্দুল মালেকের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার মামলাটি তদন্তে আসেন ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ (সিআইডি) ঝিনাইদহের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কামাল ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি ইন্সেপেক্টর আব্দুর রহিম। এ ছাড়া সঙ্গীয় পুলিশ সদস্য ছিলেন রাকিবুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) কাজী

কামাল বলেন, ওই ঘটনায় এনামুল হকের ভাই বিএম তারিকুজ্জামান গেল ০১/০১/২৪ তারিখে মামলা দায়ের করেন। এরপর মামলাটি এজাহার হিসেবে নিতে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনর্চাজকে নির্দেশ দেন আদালত।

তিনি বলেন ওই মামলাটি থানায় এজাহার হওয়ার পর তা গেল ১৬/১০/২৪ তারিখে আদেশ পান তদন্তের। তাঁর ধারাবাহিকতায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর মামলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে বলেন ওই কর্মকর্তা।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ভুয়া চিকিৎসকের তিন মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নিউরো মেডিসিন চিকিৎসকের ভুয়া পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করার দায়ে মেহেদী হাসান রাসেল নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এ জেল ও জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম।

এ সময় সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে দীর্ঘদিন ধরে প্যারামেডিকেল চিকিৎসক মেহেদী হাসান রাসেল নিজেকে নিউরো মেডিসিন এমবিবিএস (রাজ) সিসিডি বারডেম, ডিপিএম (সিঙ্গাপুর) পিএইচডি ডেনমার্ক (নিউরো ও মেডিসিন) ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে

চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রফিকুল ইসলাম ও সিভিল সার্জন আকুল উদ্দিন অভিযান চালিয়ে ওই ভুয়া এমবিবিএস চিকিৎসককে হাতে নাতে আটক করেন।

এ সময় মেহেদী হাসান রাসেল স্বীকার করেন তিনি প্যারামেডিকেল চিকিৎসক। এমবিবিএস এর কোনো সনদ নেই। পরে তাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত মেহেদী হাসান রাসেল অন্য এক চিকিৎসকের নাম ও পদবী ব্যবহার করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সিভিল সার্জনের দপ্তরে অভিযোগ গেলে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এসময় অভিযুক্ত ব্যক্তি আর দোষ স্বীকার করায় তাকে এ কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামে মোবাইল কোর্টে অবৈধ ভাবে কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করায় উপজেলার চিৎলা গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে চিহ্নিত ভূমিদস্যু আকিরুল ইসলামের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। এ ঘটনায় এলাকাবাসী সাধুবাদ জানান।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এ জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামে কৃষি জমি থেকে অনুমোদন বিহীনভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাটি উত্তোলন করায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ৪ ধারা অনুযায়ী চিৎলা গ্রামের

চিহ্নিত ভূমিদস্যু আকিরুল ইসলামকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। এসময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

অভিযান শেষে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।